



পাথর

ঢালাইকে শক্তিশালী করার জন্য মিশ্রণে পাথর ব্যবহার করা হয়।

নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত পাথরের ধরণঃ

আমাদের দেশে ৩ ধরণের পাথর বেশি ব্যবহৃত হয়ঃ

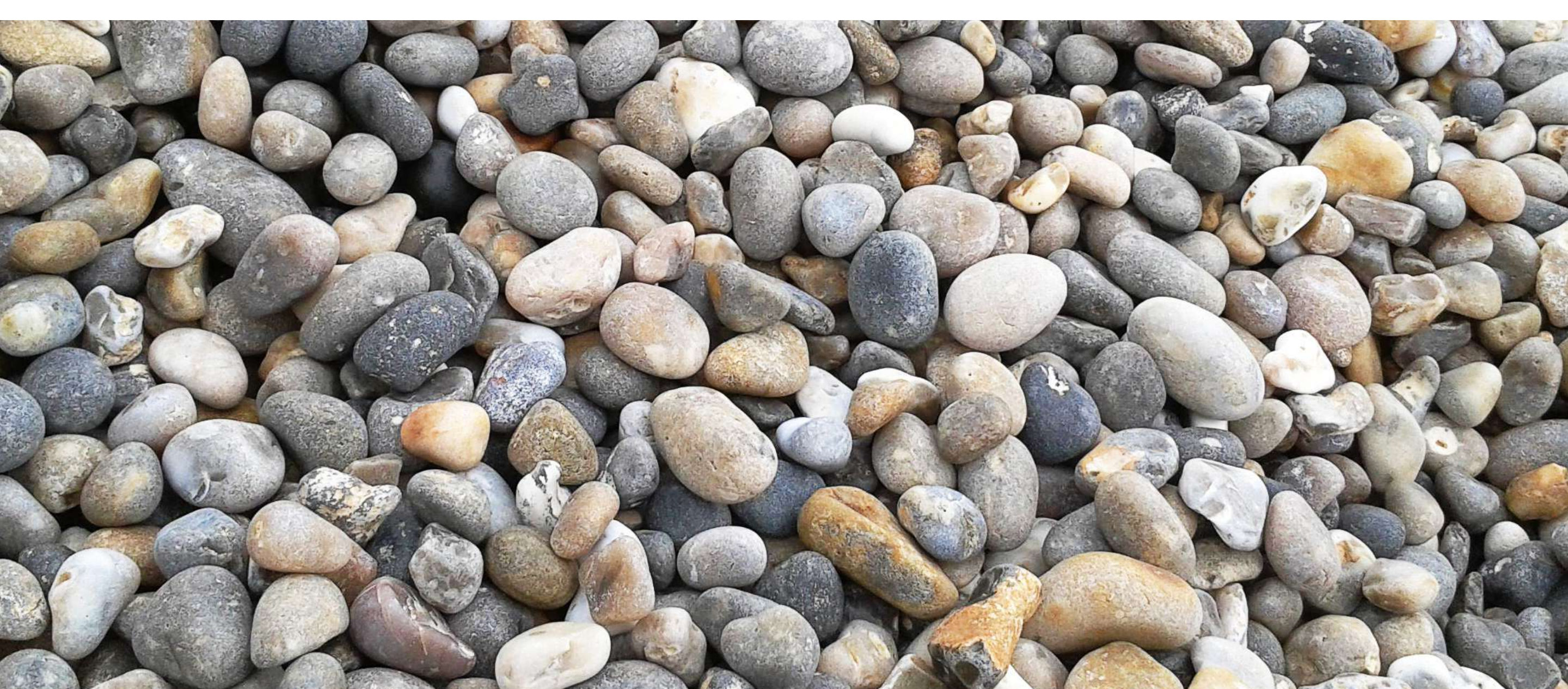
▶ প্রি গ্রাভেল পাথর

প্রি গ্রাভেল পাথরের সাইজ ৩/৪ ইঞ্চি বা এর চেয়েও কম। প্রাকৃতিক ভাবে প্রাপ্ত এই পাথর সরাসরি নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা যায়।



▶ গোলাকার পাথর বা শিংগেলস

গোলাকার পাথর বা শিংগেলসের সাইজ প্রি গ্রাভেলের চেয়ে বেশি, তবে ৩ ইঞ্চির কম। পাইলিং-এর ঢালাইয়ে প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া শিংগেলস বেশি ব্যবহার করা হয়।



▶ বোল্ডার ক্রাশড পাথর

বোল্ডার ক্রাশড পাথর সাধারণত আকারে বড় থাকে এবং এই পাথর ক্রাশারে ভেঙে তৈরি করা হয় এবং বোল্ডার ক্রাশড পাথর নামে পরিচিত। এর সাইজ ৩/৪ ইঞ্চির বেশি না আবার ১/৪ ইঞ্চির কম হবে না।



ছোট বড় বিভিন্ন সাইজ মেশানোর কারণ বড় পাথরগুলোর ভেতরে ছোট পাথর ঢুকে কম্প্যাক্ট ঢালাই তৈরিতে সহায়তা করে। ফাউন্ডেশন ও পাইলিং-এর ঢালাইয়ে পাথরের ব্যবহার বেশি হয়। ফাউন্ডেশন ও বীম, কলাম ও স্ল্যাবে শতভাগ বোল্ডার ক্রাশড পাথর ব্যবহার করা উচিত।

পাথরের ক্রয় ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে, যে বিষয়গুলো খেয়াল করতে হবে, তা হলঃ

- ▶ ৩/৪ ইঞ্চি ডাউনসাইজ ঠিক আছে কিনা যাচাই করে নিতে হবে এবং এক্ষেত্রে আপনার ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ নিন।
- ▶ মরা পাথর থাকা যাবে না (অপেক্ষাকৃত হালকা পাথরকে মরা পাথর বলে)।
- ▶ পাথর কেনার সময়, মাপ যাচাই এর জন্য, পাথরের ওজন সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত। ভাল মানের প্রতি ঘন মিটার পাথরের ন্যূনতম ওজন ১৫৭০ কেজি হওয়া উচিত।